নিঠারি মার্ডার কেসে 'বেকসুর' সুরিন্দরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার!

এই সময়: ২০০৬-এর যে নিঠারি হত্যাকাণ্ড সারা দেশে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল, সেই কেসে গত নভেম্বরে বেকসুর খালাস পাওয়া সুরিন্দর কোলির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হলো শুক্রবার। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে হরিদ্বারে একটি চায়ের দোকান চালাতেন সুরিন্দর। শুক্রবার ভোরে সেই দোকান থেকেই উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার না-হলেও প্রাথমিক ভাবে এটাকে আত্মহত্যা বলেই মনে করছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে স্থানীয় সপ্তর্ষি পুলিশ পোস্টে খবর আসে, সপ্ত সরোবর রোডে, লালমাতা মন্দিরের বিপরীতে একটি চায়ের দোকানে একজনের ঝুলন্ত দেহ মিলেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ গলায় দড়ি বাঁধা দেহটি উদ্ধার করে। সুরিন্দর কোলির পরিচয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরে উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ায় তাঁর পরিবারকে খবর দেয় পুলিশ, শুরু হয় তদন্ত। জানা গিয়েছে, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে হরিদ্বারে এই চায়ের দোকান ভাড়া নেন সুরিন্দর। সেই দোকান চালানোর জন্য সম্প্রতি হরিদ্বারেই থাকছিলেন তিনি।

হ্যাঁ, এই সেই সুরিন্দর, যার নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে কুখ্যাত সেই 'নিঠারি কেস'। নয়ডার ৩১ সেক্টরের নিঠারি এলাকার একদিকে বস্তি, অন্যদিকে বড়লোকদের বাংলো। সালটা ২০০৫। নিঠারির সেই বস্তি এলাকা থেকে

একের পর এক বাচ্চা এবং অল্পবয়সি মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার খবর আসতে থাকে। গরিব পরিবারগুলো অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশি তদন্ত তেমন গতি ছিল না। ২০০৬-এর মে মাসে সেখানকার এক ব্যক্তি তাঁর নাবালিকা মেয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করেন পুলিশে। দাবি করেন, ডি-৫ প্লটের কাছে শেষবার দেখা গিয়েছে তাঁর মেয়েকে, যেখানে ব্যবসায়ী মণিন্দর সিং পান্ধেরের বাংলো। সেখানেই পরিচারক হিসেবে কাজ করতেন সুরিন্দর কোলি।

সেই নাবালিকা মেয়েটির খোঁজ করার সূত্রে তার ফোনটি স্থানীয় এক রিকশাচালকের কাছ থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। রিকশাচালক পুলিশকে জানান, সুরিন্দর তাঁকে ফোনটি দিয়েছেন। শুরু হয় কোলিকে জিজ্ঞাসাবাদ। ইতিমধ্যে খেলার বল তুলতে গিয়ে ডি-৫ বাংলোর পিছনের ড্রেন থেকে একটা কাটা হাত পায় বস্তির বাচ্চারা। ২০০৬-এর ডিসেম্বরের সেই ড্রেন থেকে

বাচ্চাদের দেহাংশ লোপাট, কিছু ক্ষেত্রে নরমাংস রান্না করে খাওয়ার অভিযোগও ওঠে! যদিও তার কোনও অকাট্য প্রমাণ পুলিশ পেশ করতে পারেনি

উদ্ধার হয় একাধিক কঙ্কাল, বাচ্চাদের জামাকাপড়, চটি। সব মিলিয়ে অন্তত ১৭ জনের দেহাংশ উদ্ধার হয় ওই ড্রেন থেকে। ২৯ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় পান্ধের এবং কোলিকে। পুলিশ দাবি করে, বাচ্চা ও অল্পবয়সি মেয়েদের অপহরণ করে ধর্ষণ, তার পরে দেহ টুকরো করে গায়েব করার অভিযোগ স্বীকার করেছেন কোলি। এমনকী, বাচ্চাদের দেহাংশ লোপাট, কিছু ক্ষেত্রে নরমাংস রান্না করে খাওয়ার অভিযোগও ওঠে! যদিও তার কোনও অকাট্য প্রমাণ পুলিশ পেশ করতে পারেনি। অপহরণ, ধর্ষণ, খুন ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ দায়ের হয় সুরিন্দর ও পান্ধেরের বিরুদ্ধে। তদন্ত যায় সিবিআইয়ের হাতে।

নয়ডা পুলিশ পান্ধের ও কোলির বিরুদ্ধে ১৯টি এফআইআর করেছিল। সিবিআই তার মধ্যে ১৬টিতে চার্জশিট জমা করে। ২০০৯-২০১৭ সালের মধ্যে সিবিআই স্পেশাল কোর্টে ১৩টি কেসে দোষী সাব্যস্ত হন কোলি, শোনানো হয় মৃত্যুদণ্ড। দু'টি কেসে ফাঁসির সাজা শোনানো হয় পান্ধেরকেও। কিন্তু পান্ধের ও কোলি এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যান। ২০২৩-এ পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে কোলিকে ১২টি কেসে এবং পান্ধেরকে দু'টি কেসে বেকসুর খালাস দেয় হাইকোর্ট। হাইকোর্টের সেই রায়ে দু'টি পর্যবেক্ষণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ— প্রথমত, ৬০ দিন বেআইনি ভাবে পুলিশি হেফাজতে আটকে কোলির বয়ান আদায় করা হয়েছে, যা মৌলিক অধিকারের বিরোধী। দ্বিতীয়ত, খোলা একটা ড্রেন থেকে যে কঙ্কাল বা দেহাংশ মিলেছে, তা যে কোলির খুন করা দেহের অবশিষ্টাংশ, তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ নেই। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেলেও লাভ হয়নি। পান্ধের ২০২৫-এর জুনেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে বেকসুর খালাস পান, নভেম্বরে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি পান কোলি-ও। তার পরেই হরিদ্বারে চায়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন তিনি।

আর পান্ধের? শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, পান্ধের জেল থেকে বেরিয়ে সম্ভবত চণ্ডীগড়েই রিলোকেট করেন। সেখানে কী করেন, কাদের সঙ্গে থাকেন— কিছুই খবরে নেই। তবে কোলি বেকসুর খালাস হওয়ার পরে মুখ খুলেই পান্ধের বলেছিলেন, 'এতগুলো খুনের দায় তা হলে কার? আমি নিজেও তো ভিক্টিম, বিচার চাই।'

খুন লুকোতে নিহতের ফোন থেকেই মেসেজ পরিবারকে

এই সময়: গুরুগ্রামে 'মিটিং রয়েছে' বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লির বছর ৩১-এর যুবরাজ সিং মানচন্দ। তার পর থেকে ফোনে আর তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি বাড়ির লোক। তবে, যুবরাজের নম্বর থেকে মেসেজ এসেছে। বাড়ির লোকেদের জানিয়েছেন, ব্যস্ত বলে এখন কথা বলতে পারবেন না। তার পর আচমকাই একদিন ফোন সুইচড অফ! নিখোঁজ ডায়েরি করেছিল

ধৃত প্রাক্তন সহকর্মী

পরিবার। তার সূত্র ধরেই সামনে এল এক ভয়ঙ্কর খুনের ঘটনা। অভিযোগ, আর্থিক সমস্যা নিয়ে বচসায় জড়িয়ে যুবরাজকে গুলি করে খুন করেছেন তাঁরই এক প্রাক্তন সহকর্মী ও তাঁর পার্টনার! তদন্তে নেমে যুবরাজের প্রাক্তন কলিগ অনয়া ভট্ট ও তাঁর পার্টনার সানিয়ন সচদেবকে উত্তরাখণ্ড থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অভিযুক্ত দু'জনেই গুরুগ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, আগে একই কোম্পানিতে চাকরি করতেন অনয়া ও যুবরাজ। ২০২২-এ একটি আর্থিক তছরুপের অভিযোগে দু'জনকেই বরখাস্ত করা হয়। পরে যুবরাজ গুরুগ্রামের একটি রিয়েল এস্টেট ফার্মে

নিহত যুবরাজ সিং মানচন্দ — এক্স

এইচআর হিসেবে চাকরি পেয়ে গেলেও বেকার ছিলেন অনয়া। দিল্লির সরিতা বিহারের বাসিন্দা যুবরাজের সম্প্রতি বিয়ের ঠিক হয়েছিল। ৬ সেপ্টেম্বর বোন করিশ্মার সঙ্গে লাজপত নগরে বিয়ের শপিংয়ে যান তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করার সময়ে যুবরাজ জানান — জরুরি মিটিংয়ে গুরুগ্রাম যেতে হবে তাঁকে, তবে রাতের মধ্যেই ফিরে আসবেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, গুরুগ্রামে পৌঁছনোর পরেই অভিযুক্তদের সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে বচসা হওয়ায় যুবরাজকে খুন করেন ওই দু'জন।

এ দিকে, সে দিন রাতে যুবরাজ বাড়ি না ফেরায় প্রথমে উদ্বেগ বাড়লেও পরে কিছুটা আশ্বস্ত হন যুবরাজের বাড়ির লোক। কারণ, ছেলের ফোন থেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসছিল— 'এখন ব্যস্ত রয়েছি', 'ফোন করতে পারছি না', 'একটা ডিল নিয়ে ফেঁসে রয়েছি', 'জরুরি কাজে বেঙ্গালুরু যেতে হবে'। এমনকী, দিল্লি-বেঙ্গালুরু ফ্লাইট টিকিটের একটি ছবিও পাঠানো হয় পরিবারকে। তবে ৮ তারিখের পরে তিনি আর যোগাযোগ না করায় চিন্তায় পড়েন তাঁরা। ১১ সেপ্টেম্বর যুবরাজের নামে লাজপত নগর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন করিশ্মা ও তাঁর মা।

এ দিকে, ১০ সেপ্টেম্বর গুরুগ্রামের সেক্টর ৭০-র একটি ড্রেন থেকে এক যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পরে ১৪ সেপ্টেম্বর উদ্ধার হওয়া দেহ 'অজ্ঞাতপরিচয়' বলে উল্লেখ করে শেষকৃত্য মিটিয়ে ফেলে পুলিশ। পরে ডিএনএ রিপোর্টে দেখা যায়, ওটা যুবরাজেরই দেহ ছিল। যদিও ভিক্টিমের মায়ের অভিযোগ, পরিবারকে কিছু না জানিয়েই অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে ছেলের শেষকৃত্য করেছে পুলিশ। তদন্তে নেমে একটি নতুন মোবাইল ফোনের সন্ধান পেয়ে সেটির লোকেশন ট্র্যাক করে উত্তরাখণ্ড থেকে অনয়া ও সানিয়ামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

দিশা-মৃত্যুতে মূল অভিযুক্ত উদ্ধব ঠাকরে?

এই সময়: প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের প্রাক্তন ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের রহস্যমৃত্যুর কেসে প্রধান অভিযুক্ত উদ্ধব ঠাকরে, এমনটাই দাবি দিশার বাবা সতীশ সালিয়ানের আইনজীবী নীলেশ ওঝার। তাঁর দাবি, দিশাকে খুন করা হয়েছিল, যার সঙ্গে যুক্ত আদিত্য ঠাকরে এবং ছেলেকে আড়াল করতেই পুলিশ অফিসার বদল করেছিলেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব! দিশার মৃত্যু-তদন্ত ফের শুরু করেছে সিবিআই, যার এফআইআরে নাম রয়েছে উদ্ধব ও আদিত্য ঠাকরের।

নীলেশের বক্তব্য, 'হাইকোর্টের অর্ডারে ১৭ বছর সাসপেন্ডেড ছিলেন পুলিশ অফিসার সচিন ওয়াজ়ে। কিন্তু দিশা এবং সুশান্তের রহস্যমৃত্যুর দিন দু'য়েক আগে ওয়াজ়েকে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে ফিরিয়ে আনেন উদ্ধব। কেন? আসলে নিজের ছেলের দুষ্কর্ম আড়াল করতে ক্রিমিনাল, খুনি ওয়াজ়েকে ফিরিয়ে আনেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব। পরমবীর সিং-ও বলেছিলেন, সচিন ওয়াজ়েকে ফেরত আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন উদ্ধব ও আদিত্য ঠাকরে!' উদ্ধব অবশ্য জানিয়েছে, দিশা রহস্যমৃত্যুতে তাঁর পরিবারের সম্মানহানির চেষ্টা হলে তিনি আইনি পদক্ষেপ করবেন।

এটিএম-ক্যাশ লুট করে ধাঁ, জালে তরুণী

জয়পুর: এটিএম কিয়স্কের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন বছর বাইশের তরুণী। নজর রাখছিলেন, কখন ক্যাশ ডিপোজ়িট মেশিনে টাকা ঢালতে পৌঁছন ব্যাঙ্ককর্মীরা। তাঁদের দেখা মাত্রই নিজের প্রেমিক ও তাঁর দুই সহযোগীকে খবর দেন তরুণী। এর পরেই প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা নগদ নিয়ে তিন জন ব্যাঙ্ককর্মী এটিএমে ঢুকতেই আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাঁদের থেকে টাকাটা লুট করে চম্পট দেন অভিযুক্তরা! জয়পুরের কাছে ওই এটিএম লুটের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অংশু কুমারী জটভকে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা-সহ গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তবে নিজের অংশটা বুঝে

উদ্ধার ২৬.৮ লাখ

নিয়ে এখনও পলাতক তাঁর প্রেমিক। চুরির প্রায় নিখুঁত ছক দেখে পুলিশের অনুমান, ব্যাঙ্কের ভিতরের কেউ এই ডাকাতিতে জড়িত।

পুলিশ সূত্রে খবর, ১৪ সেপ্টেম্বর জয়পুরের রামনগরিয়ায় অক্ষয় পাত্র মন্দিরের কাছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চের বাইরের এটিএমে কর্মীরা নগদ নিয়ে পৌঁছলেই বাইকে চেপে এসে তাঁদের পথ আটকান অভিযুক্তরা। অভিযোগ, বন্দুক দেখিয়ে ৪১.৭ লাখ টাকা লুট করে তাঁরা পালান। তদন্তে নেমে প্রায় ১,০০০টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অংশুর হদিশ পায় পুলিশ। শ্রী কিষাণপুরায় তাঁর ভাড়াবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৬.৮ লাখ টাকা ভর্তি সুটকেস মেলে, গ্রেপ্তার হন অভিযুক্ত। পুলিশের ধারণা, ক্যাশ আসার সময়ে নিরাপত্তারক্ষী সব সময় থাকেন না, সেটা নজরে রেখে পরিকল্পনা ছকেছিলেন অভিযুক্তরা। অংশুর প্রেমিক মাস্তারাম মীনা ও দুই সহযোগী পুষ্পেন্দ্র মীনা, সুমিত জঙ্গমের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

বিয়ের মরশুমে চিন্তা সেই ইউপিআই চার্জ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

■ নয়াদিল্লি

শুক্রবারের দুপুর। দিল্লির চাঁদনি চক মার্কেট ভিড়ে ঠাসা, চলছে নিত্যদিনের বিক্রিবাটা, কোটি কোটি টাকার লেনদেন। রকমারি শেরওয়ানি, কুর্তা-পাজামা, বাহারি শাড়ি, লেহেঙ্গা, ঘাঘরা, হরেক রকমের হাল ফ্যাশনের জুতো, সানগ্লাস, কিন্তু দেদার বিক্রিবাটার মধ্যেও মুখ শুকনো বিয়ের যাবতীয় পোশাক ও সাজ-সরঞ্জাম বিক্রেতাদের। কিন্তু কেন? বিক্রেতা রোহিত শর্মার কথায়, 'গত নভেম্বরে লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণের জেরে আমাদের বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। প্রায় ছ'মাস আমাদের দোকানে কোনও ভিড় ছিল না। ক্রেতারা ভাবতেন এখানে ঢুকলেই হয়তো বিস্ফোরণ হবে। ভরসন্ধ্যায় খাঁ খাঁ করত দোকানপাট। এই ধাক্কা সামলে সবে বাজারটা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। সামনে দিওয়ালি এবং বিয়ের মরশুমে ভালো বিক্রিবাটার আশা করছি আমরা। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে ইউপিআই লেনদেনের উপরে চার্জ চাপাল, তার জেরে আবার আমাদের অবস্থা খারাপ হতে বাধ্য।' চার দশকের ব্যবসায়ী রোহিত শর্মার সাফ যুক্তি, 'এক একজন ক্রেতা আমাদের দোকান থেকে হাজার হাজার টাকার কেনাকাটা করেন ইউপিআই পেমেন্টের মাধ্যমে। এ বার এই পেমেন্টের উপরে সারচার্জ দিতে গেলে আমাদের লাভ কমতে বাধ্য।'

ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই দিল্লির এই চাঁদনি চক মার্কেটে জুতোর দোকান শুরু করেছিলেন মহারাষ্ট্র থেকে দিল্লি আসা কয়েকটি পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের বংশধররা সেই জুতোর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনই একটি দোকানের ম্যানেজার হরিশ ভাইয়ের দাবি, 'এখন ক্রেতারা আর পকেট ভর্তি করে নগদ টাকা আনেন না। এটিএম আউটলেটগুলো খালিই পড়ে থাকে। এই অবস্থায় ক্রেতারা তাঁদের এত দিনের অভ্যেস পরিবর্তন করে আমাদের নগদে দাম দেবেন, এটা ভাবা অন্যায়। অগত্যা

শুধু পড়া নয়, শুনুন 'এই সময়'।

খবরটি শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

আমাদেরই গাঁটের কড়ি খরচ করে সরকারের ধার্য করা ইউপিআই সারচার্জ মেটাতে হবে! এমনিতেই অনলাইনে বিক্রি হওয়া পণ্যের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেক দিন লড়তে হচ্ছে। এই লড়াই খুব কঠিন লড়াই। অনেক সময়েই দেখা যায় ক্রেতারা আমাদের দোকানে জিনিস দেখার পরে বিভিন্ন অনলাইন সাইটে সেই জিনিসের দাম যাচাই করেন, আমাদের দোকানে বসেই। তার উপরে সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমাদের চাপ আরও বাড়াবে।'

চাঁদনি চক মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতি 'সর্ব ব্যাপার মন্ডল'-র সভাপতি সঞ্জয় ভার্গবও মনে করেন সরকারের সিদ্ধান্ত 'দুর্ভাগ্যজনক'। তাঁর যুক্তি, 'এত তাড়াহুড়োর কিছুই ছিল না। সারা দেশের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনার পরে আগামী বছরের বাজেটে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা যেত। সেক্ষেত্রে সবাই নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার সময় পেত।' দিল্লির ঐতিহাসিক চাঁদনি চক মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রের দাবি, সংগঠনের প্রতিনিধিরা চেষ্টা করছেন যত দ্রুত সম্ভব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরকারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাতে। তাঁদের এই প্রচেষ্টা কতদূর সফল হয়, সে দিকেই এখন তাকিয়ে গোটা মার্কেট।

মাঠে ধর্ষিতার দেহ খুবলে খাচ্ছিল কুকুর

নয়াদিল্লি: গণধর্ষণ-খুন করে পরিত্যক্ত মাঠে ফেলে যাওয়া মেয়েটির দেহে পচন ধরতে শুরু করেছিল। কুকুরেও খুবলে খাচ্ছিল তার শরীর। রবিবার আউটার দিল্লির স্বরূপ নগরের কৌশক রোডের কাছের মাঠে পচাগলা দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রাই। তাঁরাই পুলিশের খবর দেন। পুলিশ এসে দেখে, পড়ে থাকা দেহটির মুখ বিকৃত, ডান হাতটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন! পচন ধরা শরীরটা খুবলে খাচ্ছে কুকুর ও অন্য জন্তু!

দিল্লিতে বছর ষোলোর কিশোরীর ধর্ষণ-খুনে ১৯ বছরের এক তরুণ ও তিন নাবালককে ইতিমধ্যেই আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশ জানায় — দেহ এতটাই পচে-গলে গিয়েছিল, প্রথমে লিঙ্গ নির্ধারণ করাই যাচ্ছিল না। মুখ বিকৃত থাকায় পরিচয়ও জানা সম্ভব হচ্ছিল না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, ধর্ষণ করে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে মেয়েটিকে। তার দেহে আটটি ক্ষত পাওয়া যায়। পুলিশের অনুমান, ঘটনাটি গত শুক্রবারের। এভাবে খোলা মাঠে পড়েছিল বলেই দেহে দ্রুত পচন ধরতে শুরু করেছিল।

রবিবার দেহ উদ্ধারের পরে মেয়েটির পরিচয় জানা এবং অভিযুক্তদের খোঁজই পুলিশের প্রধান চ্যালেঞ্জ করে দাঁড়িয়েছিল। দু'দিন ধরে সিসিটিভি-র সূত্র ধরে তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহজনক একটি টেম্পোকে আটক করে পুলিশ। তার সূত্র ধরেই চার অভিযুক্তের খোঁজ মেলে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্তদের প্রত্যেককেই চিনত মেয়েটি। সে দিন তাদেরই একজনের সঙ্গে সে দেখা করতে গিয়েছিল। অভিযুক্তরা ওই টেম্পোর মধ্যে মদ খেয়ে তার পরে মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে পরিত্যক্ত মাঠে ফেলে পালিয়ে যায়। তবে মেয়েটির পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়েরি হয়নি। পুলিশই খবর দেয় মেয়েটির বাড়িতে।

১০ লক্ষ বছরের 'সদ্যোজাত' গ্রহ!

ছবি সৌজন্য: নাসা

এই সময়: দশ লক্ষ বছর আগের কথা। পৃথিবীতে তখন যে যুগটি চলছিল, তাকে ভূতত্ত্ববিদরা প্লিইস্টোসিন যুগ বলেন। পৃথিবীর বেশিটাই তখন বরফের পুরু আস্তরণে ঢাকা। আধুনিক মানুষের (হোমো স্যাপিয়েন্স) আবির্ভাব হতে তখনও বহু লক্ষ বছর দেরি। পৃথিবীতে দাপটে ঘুরছে হাতির পূর্বপুরুষ ম্যামথ, ম্যাস্টোডনের দল আর ছোরা দাঁত বাঘ (সেবর টুথ টাইগার)। সেই সময়েই মহাকাশে জন্ম হয়েছিল একটি গ্রহের। আকারে প্রায় বৃহস্পতির সমান। এলিয়াস ২-২৪ বি নামের এই গ্রহটিরই খোঁজ পাওয়া গিয়েছে এক সপ্তাহ আগে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, আজ পর্যন্ত সৌরজগতের মধ্যে এবং বাইরে যত গ্রহের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে কমবয়সি। বিজ্ঞানীদের অনুমান, যে গ্যাস ও ধুলোর ঘূর্ণায়মান চাকতি থেকে তার জন্ম, এখনও সেখানেই আটকে রয়েছে সে।

এলিয়াস ২-২৪ বি গ্রহটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৫০ আলোকবর্ষ দূরে এলিয়াস ২-২৪ নামের একটি তরুণ নক্ষত্রকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে। ওই নক্ষত্রের চারপাশে রয়েছে বিপুল পরিমাণে গ্যাস ও ধুলোর চাকতি। সেই চাকতির একটি ফাঁকেই নজর পড়ে বিজ্ঞানীদের। তাঁদের ধারণা ছিল, কোনও গ্রহ নিজের কক্ষপথে ঘোরার সময়ে হয়তো ওই ফাঁক তৈরি হয়েছে। সেই ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

চিলির 'ইউনিভার্সিদাদ দিয়েগো পোর্তালেস'-এর গবেষক আন্দ্রেয়া বার্নার্দির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী হাওয়াইয়ের ডব্লিউএম কেক অবজ়ারভেটরির পুরোনো তথ্য বিশ্লেষণ করে গ্রহটির অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছেন। এর আগে চিলির আলমা ও ইউরোপিয়ান সাদার্ন অবজ়ারভেটরির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণেও এলিয়াস ২-২৪-এর চারপাশের ধুলোর চাকতিতে ফাঁকের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

অকল্পনীয় দূরত্ব এবং সেই তুলনায় গ্রহদের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় সৌরজগতের বাইরে সরাসরি কোনও নক্ষত্রের চারপাশের গ্রহদের দেখা প্রায় অসম্ভব। এর পর নক্ষত্রের তীব্র আলোর ছটায় গ্রহদের ঢাকা পড়ে যাওয়ার সমস্যা তো আছেই। এই সব সামলাতে কেক টেলিস্কোপে ব্যবহার করা হয়েছিল 'করোনাগ্রাফ'। এই যন্ত্রটি নক্ষত্রের তীব্র আলো অনেকটাই আটকে দেয়। ফলে তার পাশে থাকা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ গ্রহ থেকে প্রতিফলিত আলো শনাক্ত করা সম্ভব হয়। সাতটি তরুণ নক্ষত্রের পুরোনো তথ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পান এলিয়াস ২-২৪ বি-কে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এত দিন সবচেয়ে কমবয়সি গ্রহের যে নজির ছিল, সেগুলির বয়স ৫০ লক্ষ বছরের বেশি। নতুন আবিষ্কৃত গ্রহের বয়স তার এক-পঞ্চমাংশেরও কম। চিলির অধ্যাপক লুকাস সিয়েজার মতে, এত কমবয়সি গ্রহের অস্তিত্ব পাওয়া বেশ অবাক করা ঘটনা। এর অস্তিত্ব বর্তমান গ্রহ-গঠনের মডেলগুলির কিছু ঘাটতির দিকে ইঙ্গিত করছে। সদ্যোজাত গ্রহ সম্পর্কে এখনও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জ্ঞান খুব সীমিত। নতুন এই আবিষ্কার সেই অন্ধকার জায়গাতেও আলো ফেলতে পারে।

বিজ্ঞানীদের আশা, সেই কাজ আরও সহজ হবে নাসার ন্যান্সি গ্রেস রোমান স্পেস টেলিস্কোপে সম্প্রতি পাঠানো করোনাগ্রাফের সৌজন্যে। তখন হয়তো ধুলোর মেঘ থেকে নতুন পৃথিবী তৈরির প্রক্রিয়াটি আরও স্পষ্ট হবে।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কেল অফিস এসএএম, কলকাতা দক্ষিণ, ইউনাইটেড টাওয়ার (দশম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল: cokolsouthsam@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬)-এর প্রয়োগ অনুসারে স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা জনগণের কাছে বিশেষত ঋণগ্রহীতাদের এবং জামিনদাতাদের কাছে সাধারণ ভাবে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকে / অভিযুক্ত থাকা স্থাবর সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের/ সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া হয়েছে, যা কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ ব্যাতিরেকে ঋণগ্রহীতাদের ও জামিনদাতাদের থেকে ব্যাঙ্কের/ সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য **'যেখানে আছে সেখানে', 'যা কিছু আছে তা'** এবং **'যেমন আছে তেমন'** শর্তে নীচের ছকে লিখিত নির্দিষ্ট সম্পত্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রয় হবে।

সুরক্ষিত সম্পদগুলির তপশীল

ক্রম নং	সংশ্লিষ্ট শাখার নাম / সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলির) বন্ধকদাতা) অক্ষাংশ: , দ্রাঘিমাংশ:	ক) দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরন ঙ) লেনদেনের আধিকারিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ/ সময় ঙ) দায়ভারের বিবরণ, যদি থাকে
১.	**শাখা: বন্ডেল রোড গড়িয়াহাট (২২৫১১০)** **মিঃ ত্রিপ্তেশ দাস এবং মিসেস রাশেল দাস** ৪৭২, গড়িয়া মেন রোড কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৮৪ **অ্যাকাউন্ট: ০১৭১৯০১১০০০১৩৬** **সম্পত্তি আইডি: PUNBTRIPTESHDAS**	নিজস্ব-বসবাসকারী আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী তিনতলা ভবনের মধ্যে দ্বিতীয় তলে রয়েছে যার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪৯০ বর্গফুট কম বেশি, যাতে রয়েছে ০৪ শোওয়ার ঘর, ০১ ডাইনিং তথা ড্রয়িং ঘর, ০২ বাথ তথা প্রাইভি এবং ০১ হল সঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগ এবং ভবনের কমন সুযোগ সুবিধা সহ প্রেমিসেস নং ৪৭২ গড়িয়া মেন রোডে অবস্থিত থানা- নরেন্দ্রপুর (পূর্বতন সোনারপুর) রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ২৯ (পূর্বতন ২৪) মৌজা বড়হাঁস-ফরতাবাদ, জেএল নং ৪৭, দাগ নং ৪২৯ এবং ৪৩০, খতিয়ান ৫৬০ এবং ৫৬১ (অংশ), জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। লেনদেনের দলিল নং আই-০২২৫৫, ২০০৭ সাল অনুযায়ী সম্পত্তিটি **মিঃ ত্রিপ্তেশ দাস এবং মিসেস রাশেল দাসের** নামে ডিএসআর-৪ আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রেজিস্ট্রিকৃত। **অবস্থান- অক্ষাংশ: ২২.৪৬০৯, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৮১২**	ক) ০৪.০৩.২০২৪ খ) ৯,৪৯,৪৪৩.০০ টাকা ২৮.০২.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত + পরবর্তী সুদ এবং চার্জসমূহ গ) ৩১.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত) ঙ) যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেঞ্জিৎ চৌধুরী, ৯৮৩১৩৬৮৯৫৪	ক) ৩৫,৪৬,০০০ টাকা খ) ৩,৫৪,৬০০ টাকা (০৬.১০.২০২৬) গ) ২৫,০০০ টাকা ঘ) ০৬.১০.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত ঙ) এসএ/৬৫৬/২০২৪ ডিআরটি-৩ কলকাতা
২.	**শাখা: বরিষা (০৮৮৩২০)** **অশোক কুমার চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং, স্বত্বাধিকারী: স্বর্গীয় অশোক কুমার চ্যাটার্জি** **জামিনদাতা- অজয় চ্যাটার্জি** **আইনি উত্তরাধিকারীগণ: মিঃ অংশু চ্যাটার্জি এবং মিসেস সান্তনা চ্যাটার্জি** ১৭০এ/১, সাবর্ন পাড়া রোড, বরিষা, কলকাতা- ৭০০০০৮ **অ্যাকাউন্ট: ০৮৮৩২৫০০০২৭২১ এবং অন্যরা** **সম্পত্তি আইডি: PUNBASHOKECHAT**	বাস্তু জমির প্লটের পরিমাপ ০২ কাঠা ০৪ ছটাক সঙ্গে অংশত সম্পূর্ণ দোতলা আবাসিক ভবন (দ্বিতীয় তল অসম্পূর্ণ) প্রেমিসেস নং ১৭০এ/১, সাবর্ন পাড়া রোডে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ১২৬/২৩, মৌজা- পশ্চিম বরিষা, জে.এল নং ১৯, রে.সা নং ৪৩, দাগ নং ১৭০ এবং ১৭০/৭৪৫, খতিয়ান নং ৯৯৮/৩৫৬, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক্তিয়ারের মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১২৬, পোস্ট বরিষা, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০০০৮, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। দানপত্র দলিল নং আই-০০২৯০, ২০০৪ সাল অনুযায়ী ডিএসআর-২ আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সম্পত্তিটি স্বর্গীয় **শ্রী অশোক চ্যাটার্জির** নামে রেজিস্টার করা রয়েছে, পিতা- স্বর্গীয় দুলাল চ্যাটার্জি। মূল দলিল শাখা থেকে হারিয়ে গিয়েছে, থানায় জিডিই সাথে কাগজে প্রকাশ করা হয়েছে। **সম্পত্তিটির চারপাশে নিম্নলিখিতভাবে রয়েছে:** উত্তরে: দাগ নং- ১৭৪- এর অধীনে সম্পত্তি/পুকুর, দক্ষিণে: গোপাল ভট্টাচার্য এবং অন্যরা, পূর্বে: পুলক চ্যাটার্জি এবং পশ্চিমে: ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ। **অক্ষাংশ: ২২.৪৭৯১৮, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩০৬৭৩**	ক) ০৭.০৬.২০২৪ খ) ১১,৯২,৬২২.৩২ টাকা ৩১.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত + পরবর্তী সুদ এবং খরচ গ) ১৮.১২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল (এসিজেএম নথিভুক্ত হয়েছে) ঙ) যোগাযোগের ব্যক্তি: অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি, ৯৬৭৪১৭১৩৮৪	ক) ৩৬,৪৯,০০০ টাকা খ) ৩,৬৪,৯০০ টাকা (০৬.১০.২০২৬) গ) ২৫,০০০ টাকা ঘ) ০৬.১০.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা
৩.	**শাখা: গড়িয়া স্টেশন রোড (০৮৬৪২০)** **মানস পাণ্ডা এবং রাধারানি পাণ্ডা** এম-২৯১ বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপ পঞ্চসায়র থানা- পাটুলি কলকাতা ৭০০০৯৪ **অ্যাকাউন্ট: ০৮৬৪২০এনসি০০০০০৩৮৬ এবং অন্যরা** **সম্পত্তি আইডি: PUNBMANASPANDA**	একটি নিজস্ব-বসবাসকারী সম্পূর্ণ মার্বেল মেঝের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১এ-র ন্যায়সঙ্গত বন্ধকীর পরিমাপ কম বেশি প্রায় ৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যাতে রয়েছে একটি শোওয়ার ঘর এবং রান্নাঘর তথা ডাইনিং এবং একটি টয়লেট একটি সোজা তিনতলা ভবন যার নাম শান্তিনীড়- এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে নির্মিত, হোল্ডিং নং ৫৩ উত্তর পূর্ব ফরতাবাদ রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ২৮, দক্ষিণ পূর্ব ফরতাবাদ মৌজা- বড়হাঁসফরতাবাদ থানা- নরেন্দ্রপুর জেএল নং ৪৭ তৌজি নং ১০৯ আরএস দাগ নং ৩২১১ আরএস খতিয়ান নং ২৫০ জেলা ২৪ পরগনা দক্ষিণ কলকাতা ৭০০০৮৪ দলিল নং আই-১৬২৯০৫২১২ তারিখ ২৩/১০/২০২১ অনুযায়ী সম্পত্তিটি **মিঃ মানস পাণ্ডা এবং মিসেস রাধারানি পাণ্ডার** নামে রয়েছে। **অবস্থান- অক্ষাংশ: ২২.৪৬০৫৭, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৯৭৫০**	ক) ২১.০৭.২০২৫ খ) ৯,৯২,৭৯১.৭৫ টাকা ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত + পরবর্তী সুদ এবং খরচ গ) ১৩.১০.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল (এসিজেএম/ডিএম আদেশ প্রাপ্ত) ঙ) যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেঞ্জিৎ চৌধুরী, ৯৮৩১৩৬৮৯৫৪	ক) ১১,৯০,০০০ টাকা খ) ১,১৯,০০০ টাকা (০৬.১০.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ০৬.১০.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা
৪.	**শাখা: এমএল গুপ্ত রোড (১৬৬২২০)** **মেসার্স এসআইকে কন্সট্রাকশন স্বত্বাধিকারী- মিঃ অমিতাভ গুপ্ত** পিতা- শ্রী পীযূষ গুপ্ত ৯০ সন্তোষ রায় রোড কলকাতা- ৭০০০০৮ **অ্যাকাউন্ট: ১৬৬২৩০০০০৩৪৬৯** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSIKCONST001**	একটি নিজস্ব-বসবাসকারী আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি-৫-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী তৃতীয় তলে অবস্থিত, উত্তর দিকে যার পরিমাপ কম বেশি ৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যাতে রয়েছে ০১ শোওয়ার ঘর, ০১ লিভিং তথা ডাইনিং, ০১ রান্নাঘর এবং ০১ টয়লেট, উক্ত ফ্ল্যাট যে জমির উপর নির্মিত তার পরিমাপ ৬ কাঠা, ১৩ ছটাক, ৩৭ বর্গফুট একই একটু কম বেশি, সঙ্গে সেখানে থাকা তিনতলা ভবন সহ (যার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান রয়েছে) দাগ নং ১৫৪৭-এ অবস্থিত আর.এস খতিয়ান নং ২৪৫৯, ২৪৬১- এর অধীনে, মৌজা: সরসুনা, জে.এল নং ১৭, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, আর.এস নং ১২০২, থানা: ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরসুনা, এডিএসআরও বেহালা, ডিআর আলিপুর জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বতন কেএমসি সীমার মধ্যে ছিল (এস.এস ইউনিট) কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৪৬, যাদব ঘোষ রোড, কলকাতা- ৭০০০৬১, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অ্যাসেসি নং ৪১-১২৭-০৭-০২৪৩-৪ কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৭ দলিল নং আই-১৬০৭১০১৮২, ২০১৬ সাল অনুযায়ী **শ্রী অমিতাভ গুপ্তর** নামে রয়েছে, পিতা- শ্রী পীযূষ গুপ্ত। [illegible]	ক) ১৬.০২.২০১৯ খ) ১৭,৩৭,৬৫৮.০০ টাকা ৩১.০১.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত + পরবর্তী সুদ এবং খরচ গ) ২০.০৬.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত) ঙ) যোগাযোগের ব্যক্তি: অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি, [illegible]	ক) ১০,৮২,০০০ টাকা খ) ১,০৮,২০০ টাকা (০৬.১০.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ০৬.১০.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা
৫.	**শাখা: এমএল গুপ্ত রোড (১৬৬২২০)** **মেসার্স এসআইকে কন্সট্রাকশন স্বত্বাধিকারী: মিঃ অমিতাভ গুপ্ত** পিতা- শ্রী পীযূষ গুপ্ত [illegible] **সম্পত্তি আইডি: PUNBSIKCONST002**	[illegible]	ক) ১৬.০২.২০১৯ [illegible]	[illegible]
৬.	**শাখা: সরশুনা (০৩৬০২০)** [illegible] **সম্পত্তি আইডি: PUNBSANKARSTORE**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৭.	**শাখা: সরশুনা (০৩৬০২০)** [illegible] **সম্পত্তি আইডি: PUNBPAPPUENT**	[illegible]	[illegible]	[illegible]

নিয়ম ও শর্তাবলি

[illegible]

তারিখ: ১৮.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক